بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩ আগস্ট ২০১২)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩ আগস্ট ২০১২-এর (৩ যহুর, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٦٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦١﴾ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦٢﴾

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٩﴾

এ আয়াতগুলোর অনুবাদ হল, **'নিশ্চয় যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের ভয়ে (পাপ থেকে বাঁচার জন্য) সব সময় সর্তক থাকে এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান আনে এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের শরীক সাব্যস্ত করে না এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নিশ্চয় ফিরে যাবে বলে তারা তাদের হৃদয় ভীত থাকা অবস্থায় (আল্লাহ্‌র দেয়া ধনসম্পদ থেকে সাহায্য লাভের যোগ্য লোকদের) দিয়ে থাকে, এরাই ভাল কাজে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং এতে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়।'** (সূরা আল্ মো'মেনূন: ৫৮-৬২)

'এদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এদের প্রতিদান হল চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। সেখানে এরা অনন্তকাল ধরে থাকবে। আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং এরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এ (সব) তারই জন্য, যে তার প্রভু-প্রতিপালককে ভয় করেছে।' (সূরা আল্ বাইয়্যেনাহ্: ৯)

গত খুতবায় রমযানের বরাতে কথা হচ্ছিল, রমযান থেকে পরিপূর্ণ লাভবান হতে হলে নিজের কথা ও কাজের সংশোধন করা আবশ্যক। এমনটি হলে পরেই এ রোযা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের কারণ হয়। আমি আরো বলেছিলাম, মনে আল্লাহ্‌র ভয় রেখে যে রোযা রাখা হয় তা রমযানের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হয়। যেহেতু রোযা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল, তাই রোযার সাথে খাশিয়্যাত বা আল্লাহ্‌র ভয়কে যুক্ত করা হয়েছিল এবং এর মাঝে যোগসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর মানুষ যেসব পুণ্য করার চেষ্টা করে তা তখনই প্রকৃত পুণ্য হয় যখন মনে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে। তখন আমি বলেছিলাম, কিছু কথা বাকী রয়ে গেছে। খাশিয়্যাত বা 'আল্লাহ্‌র ভয়'-এর ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছিলাম। যাহোক এ বিষয়ে আজ আমি আরো কিছু কথা সবিস্তারে বলব।

সাধারণত আমরা 'খাশিয়্যাত শব্দ ব্যবহার করি। এ শব্দের আসল তত্ত্ব বুঝতে পারলে পুণ্য করার মানও বৃদ্ধি পাবে। তাই আমি আজ এ শব্দের আভিধানিক অর্থও বর্ণনা করব। সাধারণত খাশিয়্যাত শব্দের অর্থ করা হয় ভয়। নিঃসন্দেহে এটিও সঠিক অর্থ এবং যার মাঝে 'আল্লাহ্-ভীতি' থাকে তা তাকে পুণ্যকর্মের প্রতি মনোযোগী

করে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, আল্লাহ্‌র ভয় অন্য সাধারণ ভয়-ভীতির মতো নয়। আভিধানিকগণ তাই এর ব্যাখ্যাও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি অভিধানে লিখা হয়েছে, খাশিয়্যাতে ভয়ের চেয়ে আতঙ্কের অর্থ বেশি পাওয়া যায়। 'খাশিয়্যাত' ও 'খওফ' শব্দের মধ্যে আরেকটি পার্থক্য হচ্ছে, খাশিয়্যাত শব্দে এরূপ ভয়ের অর্থ পাওয়া যায় যা কোন সত্তার মাহাত্ম্যের ফলে সৃষ্টি হয়। আর 'খওফ' শব্দে এরূপ ভয়ের অর্থ পাওয়া যায় যা ভীত ব্যক্তির দুর্বলতার প্রমাণ বহণ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অভিধানের আলোকে এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। ইমাম রাগেব তাঁর অভিধান 'মুফরেদাতুল কুরআন'-এ লিখেছেন, 'আল্ খাশিয়্যাত' এরূপ ভয়কে বলে যা কারো মাহাত্ম্যের ফলে হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। এটি সাধারণত সেই জিনিসের জ্ঞান থাকলে হয় যাকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পায়। এ জন্যই পবিত্র কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ জ্ঞানীরাই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় পায় (সূরা ফাতের: ২৯)। তিনি লিখেন, এ আয়াতে ঐশী ভয়ের সাথে আলেম সম্প্রদায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম রাগেবের পদ্ধতি হল, তিনি কুরআনের আয়াতের আলোকে শব্দার্থের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেন। আর এক্ষেত্রে তিনি এ আয়াতের উল্লেখ করেছেন। একই পদ্ধতিতে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যকে তারাও ভয় পায় যাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এসেছে, مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ তা'লাকে গোপনে ভয় করে (সূরা ক্বাফ: ৩৪)। অর্থাৎ অদৃশ্যে ভীত হওয়া তখনই সম্ভব যখন হৃদয়ে এমন ভয় বিরাজমান থাকবে যা ঐশী তত্ত্ব প্রত্যাশী। অতএব খাশিয়্যাতের ব্যাখ্যা হল, এমন ভয়কে খাশিয়্যাত বলে যা কারো মাহাত্ম্যের ফলে সৃষ্টি হয়— কারো নিজস্ব দুর্বলতার জন্য সৃষ্টি হয় না। আর আল্লাহ্ তা'লার খাশিয়্যাত নিশ্চিতরূপে এমন জিনিস যাতে আল্লাহ্ তা'লার মহিমা প্রকাশ পায় এবং একজন দুর্বল বান্দার অসহায়ত্ব ফুটে উঠে। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য কী? দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা- আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং তিনি সব কিছু পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। সব কিছু তাঁরই সৃষ্ট আর তাঁর মাধ্যমেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনিই একমাত্র অধিপতি আর তিনি চাইলে সব কিছুই করতে পারেন। কাজেই যখন এমন শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং হৃদয়ে তাঁর ভীতি সৃষ্টি হয় তখনই মানুষ তাঁর অলৌকিক মহিমা হতে সত্যিকার কল্যাণ লাভ করতে পারে।

এখানে এ প্রশ্নও উঠে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আলেম সম্প্রদায়ের ভেতরই আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভয় থাকে। তবে কি সব আলেম বা স্বঘোষিত আলেম তাদের মনে আল্লাহ্ তা'লার ভয় পোষণ করে? এবং এও প্রশ্ন উঠে যে, যারা আলেম নয় তারা হয়তো আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাশিত ভয়ের স্তরে পৌঁছতে পারে না। এটিই যদি মান হয়, শুধুমাত্র আলেমরাই সেখানে পৌঁছতে পারবে তাহলে আমরা বর্তমানে এমন হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ আলেম দেখি যাদের কথা ও কাজে কোন মিল নেই। যারা সঠিক ভাবে পবিত্র কুরআনও বুঝে না। যারা এ যুগের ইমামকে শুধু মানা থেকেই বিরত হয় নি বরং বিরোধিতার নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করছে; অথচ তারাই আলেম হবার দাবী করে।

অতএব এগুলো এ বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করে যে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে যেসব আলেমের উল্লেখ করেছেন তাদের অন্য কোন সংজ্ঞা আছে। আল্লাহ্ তা'লা যাদের আলেম বলেন তারা অন্য কোন ধরনের মানুষ। এমন সবাইকে যদি আলেম মনে করা হয় যারা ধর্মীয় মাদ্রাসা থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা লাভ করেছে, যেভাবে বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণত ঘুরে বেড়াচ্ছে বা যাদেরকে সাধারণ মানুষ বা তাদের সমাজের মানুষরা আলেম মনে করে অথবা যারা জাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী। আলেমের আরেকটি ধরন আছে অর্থাৎ শুধু ধর্মীয় নয় বরং জাগতিক জ্ঞানীরা (আলেমের দলভূক্ত)। অর্থাৎ যারা জাগতিক জ্ঞানের উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। এদের মধ্যে আছেন, বড় বড় বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। জাগতিক জ্ঞানে তাদের সমতুল্য আর কেউ নেই। তবে শুধু জাগতিক জ্ঞানীকে আলেম মনে করাও ভুল হবে। কেননা জাগতিক জ্ঞান অর্জনকারীদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। তাই এখানে আলেমের সংজ্ঞা খুঁজতে হবে, প্রকৃত আলেম কে? এখানে নাম সর্বস্ব জাগতিক মোহে আচ্ছন্ন ধর্মীয়

আলেমও বোঝানো হচ্ছে না আর জাগতিক আলেমও নয়। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, নিঃসন্দেহে ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম এবং ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারীরা দাবীও করে, আমরা এ ধর্মের জ্ঞান অর্জন করেছি। অনেকে ইসলামের বাণীও প্রচার করে। ইসলামের প্রসার লাভের বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অন্যতম নিয়তি। কিন্তু এটি এমন কোন আলেমের মাধ্যমে হবে না যার জাগতিক স্বার্থ আছে অথবা যার পার্থিব স্বার্থের পরিমাণ বেশি আর আল্লাহ্ তা'লার ভয় বলতে তাদের ভেতর কিছু নেই। সম্ভবত আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এবার আমেরিকা সফরে যখন টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা আমাকে প্রশ্ন করেছে, আমেরিকাতে ইসলামের প্রসারতার কতটুকু সুযোগ আছে? আমি তাদেরকে শুধু একথাই বলেছি, আল্লাহ্ চাইলে ইসলাম শুধু আমেরিকাতেই নয় বরং সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে কিন্তু এসব নাম সর্বস্ব ইসলামের ঠিকাদারদের এবং নাম সর্বস্ব আলেমদের মাধ্যমে নয় বরং আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে তা বিস্তার লাভ করবে। মানব হৃদয় জয় করে শান্তি, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার শিক্ষার দ্বারা বিস্তার লাভ করবে, উগ্রতা ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নয়। অধিকাংশ আলেমই বর্তমানে এ শিক্ষা দিয়ে থাকে। এ শিক্ষা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পরিপন্থী। এখন প্রকৃত ইসলাম কেবল আহমদীয়া জামাতের কাছে আছে যা এ যুগের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) আমাদেরকে সুস্পষ্টরূপে বলেছেন ও শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রকৃত জ্ঞান ও তত্ত্ব আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করার বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলেছেন। আর এটিও সুস্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভয়ের উপর কারো একক আধিপত্য নেই। উলামা বা জ্ঞানী কেবল একটি মাত্র গোষ্ঠির নাম নয়। আল্লাহ্ তা'লার ভয় কোন সীমাবদ্ধ বিষয় নয় বরং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে খোদা তা'লার সাথে মিলনের জন্য এসেছিলেন, মানুষকে খোদাপ্রেমী মানুষ বানানোর জন্য এসেছিলেন। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাপ্রেমী হতে পারে না যতক্ষণ না তার মাঝে খোদা তা'লার ভয় সৃষ্টি হয়। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে বড় বড় চোর-ডাকাতও আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে গেছেন। তাদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার ভয় সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান ও উপলব্ধির ফলেই এমনটি হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনাসমগ্রের অনেক স্থানে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' হতে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, অনেক স্থানেই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন আমি 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।

ফুযায়েল বিন আইয়্যায-এর ব্যাপারে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া'-তে লিখা হয়েছে, এক রাতে কোন একটি কাফেলা এসে অবস্থান করে আর তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এই আয়াত তিলাওয়াত করে, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ অর্থাৎ যারা ঈমানদার তাদের জন্য কি সেই সময় আসে নি যখন তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত হবে? (সূরা আল্ হাদীদ:১৭)। এ আয়াতটি ফুযায়েলের হৃদয়ে এতটা প্রভাব বিস্তার করল যেন কেউ তাকে তীর মেরেছে। আর তিনি আক্ষেপ করতে করতে বললেন, এ লুটপাটের খেলা আর কতদিন চলবে! এখন আমাদের আল্লাহ্ তা'লার পথে চলার সময় এসেছে। এ কথা বলার পর তিনি আহাজারি করে কাঁদতে শুরু করলেন এবং এরপর থেকে আল্লাহ্কে পাবার সাধনা আরম্ভ করেন। এরপর একদিন এমন এক মরুভূমিতে পৌঁছালেন যেখানে কোন কাফেলা তাবু গেঁড়ে ছিল এবং কাফেলার লোকদের মধ্য থেকে কোন একজন বলছিল, 'এ পথে ফুযায়েল ডাকাতি করে তাই আমাদের পথ পরিবর্তন করা উচিত'— এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা নির্ভয় হয়ে যাও কেননা আমি ডাকাতি করা ছেড়ে দিয়েছি। অতঃপর তিনি সেই সব মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন যারা তাঁর থেকে কষ্ট পেয়েছিল। অবশেষে সেই ডাকাত ব্যক্তি 'রহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহে'-এর উপাধিতে ভূষিত হন। অতএব এ হচ্ছে আল্লাহ্ ভীতির পুরস্কার— যখন এই অনুভূতি সৃষ্টি হয় তখন মুহূর্তের মধ্যেই তা একজন সাধারণ মানুষকে আলেমদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়, বরং চরম নোংরা মানুষ! যে সে যুগে নোংরা মানুষ হিসেবে দুর্নাম কামায় আর মানুষ তাকে অপছন্দ করে (সেও আলেমের সারিভূক্ত হয়)। যখন বড় বড় নামসর্বস্ব ও জোব্বাধারী

আলেমদের অহংকারে স্ফীত দেখা যায়, যদিও সাধারণ লোকেরা তাদেরকে খুবই পুণ্যবান মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে খোদাভীতি নেই। যারা মানুষের সাথে অহংকার করে তারা কখনো হৃদয়ে খোদাভীতি রাখে না।

অতএব এখানে আলেমদের ভীত থাকার তাৎপর্য ভিন্ন। এখানে আলেম বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে এবং কোন ভয়ের কথা বলা হয়েছে? এর প্রকৃত সংজ্ঞা অন্য কিছু। আমরা সৌভাগ্যবান! কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার কারণে আমরা এর প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ সংজ্ঞা আমি তাঁর ভাষায় বর্ণনা করছি যা তিনি বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন। প্রথমে ভেবেছিলাম দু'একটি উদ্ধৃতি নিব। কিন্তু আমি এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি নিয়েছি যার সবক'টি বর্ণনা করাই জরুরী। সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্‌কে তারাই ভয় করে যারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য, শক্তি, অনুগ্রহ, সৌন্দর্য ও গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। খোদাভীতি এবং ইসলাম প্রকৃতপক্ষে অর্থের দিক থেকে একই জিনিস, কেননা পূর্ণাঙ্গ খাশিয়াত বা খোদাকে ভয় করার বিষয়টি ইসলামের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক। কাজেই এই আয়াতের অর্থ এবং সারমর্ম এটিই দাঁড়ায়, সত্যিকার ইসলাম লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, খোদার মাহাত্ম্য ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন'।**

অর্থাৎ এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ও তাঁর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে, সেই আলেমে পরিণত হয়। অতএব একজন প্রকৃত মুসলমান হবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন এবং এটি খোদাভীতি ছাড়া সম্ভব নয়। এটির জন্য কোন বাছ-বিচার নেই যে, একটি বিশেষ শ্রেণী অর্জন করতে পারবে আর বাকীরা পারবে না। নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এটি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক– তাহলেই ঈমানে উন্নতি হবে। তখনই আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কোন্নয়ন হবে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোদাভীতি ও ইসলামকে একই জিনিস আখ্যায়িত করে একজন সত্যিকার মুসলমানকে আলেমের কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। সাথে সাথে আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে তোমরা জ্ঞানার্জন কর। এরপর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী নিজেদের প্রকৃতিতে এ রঙ ও গুণাবলীর বিকাশ ঘটাও। যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপার নিত্য নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে খোদা তা'লা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে হিদায়াত বা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,** إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ **অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। কিন্তু যারা শয়তান বা দুষ্ট প্রকৃতির তারা এই গন্ডি বহির্ভূত'।**

যার স্বভাবে নোংরামি রয়েছে সে এর বাইরে। অতএব যে ব্যক্তি জ্ঞান প্রাপ্ত হবার দাবী করে অথচ হিদায়াতের পথে পরিচালিত হয় না– সে আলেম নয়, যতই তার বাহ্যিক জ্ঞান থাকুক না কেন। কেউ যদি বলে সে কুরআন পড়েছে, তার জেনে রাখা উচিত! পবিত্র কুরআন কোনক্রমেই ভুল নয়, বরং তা শেখার দাবীদারের দাবী ভুল। সে কুরআনের সেই মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। নিঃসন্দেহে কুরআন খোদাভীতি সম্পন্ন হৃদয় সমূহকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করে। কিন্তু অহংকারী এবং ভয়হীন হৃদয় এবং যালেমরা কুরআন থেকে ক্ষতিগ্রস্থই করে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'জ্ঞান বলতে যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন শাস্ত্রকে বুঝায় না বরং প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে তা যা কেবল আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় দান করেন। এ জ্ঞান আল্লাহ্ তা'লার মা'রেফতের মাধ্যমে লাভ হয় এবং মানুষের মাঝে খোদাভীতি সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,** إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ

مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ। **যদি জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার ভয়ভীতি বৃদ্ধি না পায় তাহলে মনে রেখ! সেই জ্ঞান খোদার মা'রেফত বা তত্বজ্ঞান লাভের মাধ্যম হতে পারে না। অতএব যাদের মুখ থেকে মিথ্যা বৈ আর কিছুই নির্গত হয় না'।** যারা মন্দ কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না, বর্তমানে পাকিস্তানের অবস্থা দেখুন বরং এখানেও বেশির ভাগ মসজিদে খুতবায় আহমদীয়া জামাত ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা কথা ছাড়া আর কিছুই বলে না । এরাই কি ঐ আলেম যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার ভয় বিদ্যমান? অবশ্যই এর উত্তর হবে, না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'মনে রেখ! নির্বোধরাই সর্বদা পদস্খলিত হয়। শয়তানের পদস্খলন জ্ঞানের কারণে নয় বরং নির্বুদ্ধিতার দরুন হয়েছে। যদি তার মাঝে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকত তাহলে সে পদস্খলিত হত না। পবিত্র কুরআনে জ্ঞানকে খাটো করে দেখা হয়নি বরং বলা হয়েছে,** إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ।

এরপর তিনি (আ.) আরো বলেন, **'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী' এটি একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য। অতএব আমার বিরুদ্ধবাদীদেরকে তাদের জ্ঞান ধ্বংস করে নি বরং অজ্ঞতা ধ্বংস করেছে'।**

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, **'আল্লাহ্ওয়ালা দ্বারা এটি বুঝায় না যে সে আরবী ব্যাকরণে বা যুক্তিবিদ্যায় অতুলনীয়, বরং আল্লাহ্ওয়ালা তাকে বলে যিনি সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করেন এবং কোন বৃথা ও অশালীন কথা বলে না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে যে যে মরদেহ গোসল করায় সেও নিজেকে আলেম বলে'।** কেননা অনেক স্থানে এরূপ রীতি রয়েছে, তারা লাশ গোসল করানোর জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিকে খোঁজেন। কারণ সবাই মৃতকে গোসল করায় না। তাই তারাও নিজেকে আলেম বলতে আরম্ভ করে। তিনি (আ.) বলেন, **'তারা এটি কেবল বলেই না বরং এ উপাধি নিজেদের নামের সাথে যুক্ত করে নেয়। এভাবে এই (আলেম) শব্দকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। খোদা তা'লার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ করা হয়েছে। অন্যথায় পবিত্র কুরআনে উলামা শব্দের পরিচয় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে,** إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ **অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় রয়েছে তারাই আলেম'।** এখন যাচাইবাছাই করা আবশ্যক, যাদের মাঝে খোদা ভীতির বৈশিষ্ট্য নেই ও আল্লাহ্র তাক্বওয়া বিদ্যমান নেই তারা কখনো এ (আলেম) উপাধি দ্বারা সম্বোধিত হবার যোগ্য নয়।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **'আসলে উলামা হচ্ছে আলেমের বহুবচন। জ্ঞান সেই বস্তুকে বলা হয় যা সঠিক ও সুনিশ্চিত। কেননা প্রকৃত জ্ঞান পবিত্র কুরআন থেকেই লাভ হয়। এটি গ্রীক দার্শনিকদের দর্শন থেকে নয় আর অধুনা পশ্চিমা দার্শনিকদের দর্শন থেকেও লাভ হয় না, বরং প্রকৃত দর্শন সত্যিকার বিশ্বাসের মাধ্যমে লাভ হয়। মু'মিনের পরিপূর্ণতা ও উন্নতির সোপান এটিই সে যেন আলেমের মর্যাদায় পৌঁছে। এখানে 'বিশেষ' শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। মু'মিনের পূর্ণতা এবং খোদা দর্শন হচ্ছে সে যেন আলেমের মর্যাদায় উপনীত হয় এবং জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হাক্কুল ইয়াকীন বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান অর্জন করে– যা জ্ঞানের চূড়ান্ত মার্গ'।** প্রত্যেক ঈমান আনয়নকারী মুসলমান বা ঈমানে উন্নতি লাভকারীকে মু'মিন বলা হয়। কিন্তু এটি আবশ্যক নয় যে, তাকে আলেম পাশের ডিগ্রিধারী হতে হবে। বরং বলেছেন, **'সে যেন আলেমের মর্যাদায় উপনীত হয়। সে যেন জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হাক্কুল ইয়াকীনের মর্যাদায় উপনীত হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানের পথ লাভে বঞ্চিত এবং মা'রেফত ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করেনি, সে নিজেকে যত ইচ্ছা আলেম বলুক না কেন প্রকৃত জ্ঞানীর যে বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী এবং প্রকৃত জ্যোতি ও নূর যা জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ হয়, তা তার মাঝে পাওয়া যাবে না। বরং এ ধরনের মানুষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতির মাঝে নিমজ্জিত। এরূপ ব্যক্তি নিজের পরকালকে অন্ধকার ও ধোয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। যাদেরকে সত্যিকার তত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দান করা হয়, আর ঐ জ্ঞান যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হয়, তারা ঐসব লোক যাদেরকে হাদীসে বণী ইসরাঈলের নবীদের সমতুল্য আখ্যা দেয়া হয়েছে'।** অতএব এরাই হচ্ছেন প্রকৃত আলেম। বর্তমান যুগের আলেমদের ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এই উলামারা দাবী সর্বস্ব আলেম। তাদের কোন আমল নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **'উলামাউ হুম শার্রু মান আহতা আদীমিস্ সামায়ে মিন ইনদিহীম তাখরুজুল ফিতনাতু ওয়া ফিহীম আউদ'** অর্থাৎ তাদের উলামারা (এই যুগের আলেমরা) আকাশের নিচে সবচেয়ে

নিকৃষ্ট জীব হবে, কেননা তাদের মধ্য থেকেই ফিতনার সৃষ্টি হবে আর তাদের মাঝেই ফিরে যাবে। বর্তমানে আপনারা দেখুন! যত ঝগড়া-বিবাদ হচ্ছে, এগুলো এই নামধারী আলেমদের কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এই হাদীস থেকেও বিষয়টি সুস্পষ্ট, প্রত্যেক আলেম অথবা আলেমের দাবীদার আল্লাহ্ তা'লার ভয় রাখে না। আর বর্তমানে যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি– আমরা দেখছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ মূলতঃ এই নাম সর্বস্ব আলেমরাই।

আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'তাক্বওয়া ও খোদান্বেষণের মাধ্যমেও জ্ঞান অর্জিত হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেছেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে তারাই ভয় পায় যারা জ্ঞানী। এটি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকৃত জ্ঞান মানুষের ভেতর খোদার ভয় সৃষ্টি করে। আর খোদা তা'লা জ্ঞানকে তাক্বওয়ার সাথে যুক্ত করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পূর্ণজ্ঞানী হবে তার মাঝে অবশ্যই খোদার ভয় সৃষ্টি হবে। আমার মতে ইলমরে অর্থ হল, কুরআনের জ্ঞান। এর দ্বারা দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্যান্য জ্ঞান বুঝায় নি। কেননা এগুলো অর্জনের জন্য তাক্বওয়া ও পুণ্যকর্মের শর্ত আবশ্যক নয়। বরং একজন দুস্কৃতকারী আর পাপাচারিও যেভাবে শিখতে পারে তেমনি একজন ধার্মিকও শিখতে পারে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান একজন মুত্তাকী ও ধার্মিক ছাড়া অন্য কাউকে দেয়াই হয় না। তাই এক্ষেত্রে জ্ঞান বলতে কুরআনের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে তাক্বওয়া ও খোদার ভয় সৃষ্টি হয়'।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'উলামা শব্দের দ্বারা ধোকা খাওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী সে যে আল্লাহ্কে ভয় করে। إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে থেকে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তারাই আলেম বা জ্ঞানী। তার মাঝে পরিপূর্ণ দাসত্ব ও খোদা ভীতির সেই চূড়ান্ত পর্যায় সৃষ্টি হয় যার কারণে সে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার নিকট থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শিখে এবং এর মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। আর এ মর্যাদা মহানবী (সা.)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়। এমনকি মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁর রঙে রঙ্গীন হয়ে যায়'।**

অতএব এ হল জ্ঞানীর নিগূঢ় তত্ত্ব এবং উলামাদের খোদার ভয়ের অর্থ। এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে যেখানে আমরা প্রকৃত আলেম ও নাম সর্বস্ব আলেমের পার্থক্য সম্পর্কে জেনেছি, সেখানে আমাদের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে, আমরা যেন প্রকৃত তাক্বওয়া অর্জন করি। খোদার ভয় সৃষ্টি করি। কেননা এটি এক মু'মিনের জন্য আবশ্যকীয় সে যেন প্রকৃত মু'মিন ও মুসলমান হতে পারে। তাই এ দায়িত্বও আমাদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এটি কোন বিশেষ শ্রেণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাক্বওয়ার পথে চলার নির্দেশ প্রত্যেক মু'মিনের জন্যই। মহানবী (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হওয়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। কেননা এটি ছাড়া খোদার ভালবাসা অর্জিত হতে পারে না ।

তাই এই রমযানে যেহেতু খোদা তা'লা স্বীয় নৈকট্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করার সহায়ক ও সাহায্যকারী পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যা রসূল (সা.)-এর আদর্শের উপর পরিচালিত হবার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরস ইত্যাদি হয়। হাদীসের দরস এবং কুরআনের দরসও হয়। আমরা শুনেও থাকি। অতএব এ থেকে পুরোপুরি লাভবান হওয়া উচিত। পবিত্র কুরআন পাঠ করে এবং শুনে– জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের সেসব পথ অন্বেষণ করা উচিত যা তাক্বওয়ার মান উন্নত করে, খোদা ভীতি সৃষ্টি করে।

শুরুতে আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি সে প্রসঙ্গেও আমি সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বর্ণনা করব। আমি যেভাবে বলেছি, প্রথমে পাঠকৃত সূরা মু'মিনের পাঁচটি আয়াতে একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, একজন প্রকৃত মুসলমান স্বীয় প্রভুর ভয়ে সদা কম্পমান থাকে, ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। আর একজন প্রকৃত মু'মিনের মাঝে এই ভীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যেভাবে আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি, আল্লাহ তা'লার মাহাত্ম্য স্বীকার করা, আল্লাহ্ তা'লাকে সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার আধার জ্ঞান করে তাঁর ভয়ে

কম্পমান থাকা। এরাই হল প্রকৃত মু'মিন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার 'আয়াত'-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীর উল্লেখ রয়েছে, এরা প্রকৃত মুসলমান। এই 'আয়াত' কী? পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার সকল বিধি-নিষেধ, নিদর্শনাবলী এবং সকল আলৌকিক কার্য- এ সবই 'আয়াত'-এর অন্তর্ভূক্ত। অতএব এগুলো মেনে চলা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। প্রকৃত ঈমান তখনই হয় যখন ঈমানের সাথে অনুশীলনও থাকে। আর এমন অনুশীলন পরবর্তীতে ঈমানে উন্নতি লাভের এবং খোদা ভীতির ক্ষেত্রে উন্নতির কারণ হয়। এরপর বলা হয়েছে, প্রকৃত মুসলমান তার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না। যার মাঝে খোদা ভীতি থাকে, 'আয়াত'-এর প্রতি ঈমান থাকে, সে প্রকাশ্য শরীক না করলেও অনেক সময় কিছু গোপন শির্ক মানুষের দ্বারা হয়ে যায়। এজন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; তখনই একজন প্রকৃত মুসলমান হতে পারে। নিজের কথা ও কাজকে সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক। আর এজন্যই চতুর্থ বিষয় এ আয়াতগুলোতে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তারা ধর্মের সেবাও করে, অর্থ সম্পদও খরচ করে, সময়ও ব্যয় করে এবং তারা বিধি-নিষেধের উপর আমল করারও আপ্রাণ চেষ্টা করে। এরপরও এ ব্যাপারে একজন প্রকৃত মু'মিনের হৃদয়ে সদা ভীতি বিরাজ করে যে, সব কিছু তাঁর জন্য করেছি ঠিকই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন কিনা জানি না। কোথাও কোন গোপন ত্রুটি রয়ে গেল কি না? যা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির গন্ডির বাইরে নিয়ে যায়। কোথাও কোন গোপন শির্ক আমার কর্মকে আবার নষ্ট করে দিল না তো? কোন আদেশের উপর আমল না করা বা দুর্বলতা দেখানো ঈমানে ঘাটতির কারণ হয় নি তো? আবার কখনো এমন ভয়েরও উদ্রেক হয় যে, আমার খোদা ভীতি লোক দেখানো হচ্ছে না তো?

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত, তিনি মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞেস করেছেন, **'হে আল্লাহ্‌র রসূল!** وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ **এই আয়াতের অর্থ কি এটি যে, মানুষ যা চায় করুক কিন্তু খোদা তা'লার ভয় যেন থাকে। এর উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, না এর অর্থ এটি নয় বরং এর অর্থ হল, মানুষ পুণ্য কাজ করবে আর সেই সাথে খোদাকেও ভয় করবে'।** তাই সর্বদা এই বিষয়টি স্মরণ রাখতে হবে, খোদা তা'লা অমুখাপেক্ষী। তিনি কোন পুণ্যকে গ্রহণ করেন আবার কোন পুণ্যকে গ্রহণ করেন না। কোনাট তিনি গ্রহণ করবেন আর কোনটি করবেন না এটি তাঁর ইচ্ছাধীন। এজন্য সর্বদা এ ভয় থাকা আবশ্যক— যখন আমরা আমাদের প্রভুর সমীপে উপস্থিত হব তখন আমাদের সাথে যেন ক্ষমার আচরণ করা হয়। কোন পুণ্যের কারণে কারো গর্বিত হওয়া উচিত নয়। মহানবী (সা.) তাঁর দোয়াসমূহের মাঝে এ দোয়াকেও অন্তর্ভূক্ত করতেন। বর্ণনা পাওয়া যায়, হযরত শাহের বিন হাওশাফ বর্ণনা করেন, **'আমি হযরত উম্মে সালমাকে জিজ্ঞেস করেছি, হে উম্মুল মু'মিনীন! রসূল (সা.) যখন আপনার কাছে থাকতেন তখন কোন দোয়াটি সবচেয়ে বেশি করতেন? এতে হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, রসূল (সা.) যে দোয়াটি পড়তেন তা হল, ইয়া মুক্বাল্লেবাল কুলূবি সাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনিকা অর্থাৎ হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখ। হযরত উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, আমি হুযূর (সা.)-কে এই দোয়া নিয়মিত পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) বলেন, হে উম্মে সালমা! প্রত্যেক মানুষের হৃদয় খোদা তা'লার দু'আঙ্গুলের মাঝখানে রয়েছে, তিনি যার জন্য চান একে প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর যার জন্য চান বক্র করে দেন'।**

অতএব মহানবী (সা.) আমাদেরকে হিদায়েত দেয়ার জন্য এসেছিলেন। তাঁর আদর্শের উপর পরিচালিত হয়ে সত্যিকার তাক্বওয়া এবং খোদা ভীতির প্রকৃত রূপ জানা যায়। যাঁর অনুসরণ আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বানিয়ে দেয়। স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর খোদা ভীতির দৃষ্টান্ত এমন ছিল যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে কম্পমান ছিলেন। তাহলে আমাদেরকে এদিকে কীরূপ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন?

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা নিজের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম তারাই পূণ্যকর্ম এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। সর্বক্ষেত্রে, সবসময় নিজের অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকলে পরেই পুণ্য এবং কল্যাণের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হবে আর মানুষ এর চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে। অথবা যারা নিজেদের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি

করে তাদের পদক্ষেপ পুণ্যের পানে ধাবমান হয়ে থাকে। তারা সকল পুণ্য কাজ করার এবং তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতেও তারা গর্ববোধ করে না। সর্বাবস্থায় আর সবসময় তাদের হৃদয় খোদা তা'লার প্রতি বিনত থাকে। আর এমন অবস্থাই খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের কারণ হয়।

আমাদের প্রতি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কৃত অনুগ্রহ সমূহের মাঝে একটি বড় অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদেরকে দোয়া করার পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। হাদীসে একটি দোয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মূলতঃ আমাদেরই জন্য। আর আমাদের প্রত্যেককে এই দোয়া করা উচিত। হযরত আব্দুলাহ্ বিন আম্র (রা.) বর্ণিত, হযরত রসূলুলাহ্ (সা.) এই দোয়া করতেন **'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন কালবিন লা ইয়াখ্শাউ ওয়া দোয়াইন লা ইয়াসমাউ ও মিন নাফসিন লা তাশবিউ ওয়া মিন ইলমিন লা ইয়ানফাউ আউযুবিকা মিনহাউলাইল আরবা' অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন অন্তর থেকে যা বিনত হয় না আর এমন দোয়া থেকে যা গৃহীত হয় না এবং এমন হৃদয় থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না আর এমন জ্ঞান থেকে যা হিত সাধন করে না। এই চারটি বিষয় থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'**। আল্লাহ্ তা'লা করুন, আমরা যেন এই দোয়ার গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম হই।

মহানবী (সা.)-এর বিনয় ও খোদা ভীতি সম্পর্কিত আরেকটি উচ্চ মার্গের দোয়াও উপস্থাপন করছি, যা মহানবী (সা.)-এর খোদা ভীতির পূর্ণ স্বরূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। বিদায় হজ্জের সময় দোয়া করতে গিয়ে স্বীয় প্রভুর সমীপে তিনি (সা.) নিবেদন করেন, **'হে আল্লাহ্! তুমি আমার কথা শ্রবণকারী আর আমার অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তুমি আমার প্রকাশ্য ও গোপন সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত আছ। আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নেই। আমি এক নিরুপায় ভিখারী এবং মুখাপেক্ষী। তোমার সাহায্য এবং আশ্রয় প্রত্যাশী, আশঙ্কাগ্রস্ত এবং ভীত আর নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করে আমি তোমার স্মরণাপন্ন হচ্ছি। আমি তোমার কাছে এক অসহায় ও নিঃস্বের মত যাচনা করছি, তোমার দরবারে এক চরম পাপির মত কান্নাকাটি করছি, এক অন্ধ ও দৃষ্টিহীনের ন্যায় ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমার মস্তক তোমার দ্বারে অবনত। তোমার দরবারে আমার অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। আমার দেহ তোমার আনুগত্যে সেজদাবনত আর নাক মাটিতে খত দিচ্ছে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমার কাছে প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে হতভাগা সাব্যস্ত কর না। আমার প্রতি কৃপা ও দয়ার আচরণ কর। হে সবচেয়ে বেশি প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং সর্বোত্তম দাতা, আমার দোয়া কবুল করে নাও'।**
অতএব এই হল সেই মহান নবী (সা.) যিনি খোদা ভীতির সুমহান দৃষ্টান্ত সর্বদা তাঁর উম্মতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তিনি (সা.) খোদা তা'লার সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন এবং তাঁর সাথে যারা সম্পৃক্ত হয়েছেন তাঁরাও রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর শুভসংবাদ লাভ করেছেন এতদ্সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর প্রতি লক্ষ্য করুন তাঁর প্রতিটি বিষয় এবং ব্যবহারিক কর্মই এই খোদা ভীতিতে পরিপূর্ণ ছিল। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি (সা.) খোদা তা'লার ভয়ে কম্পমান ছিলেন।
অতএব এই হল উত্তম আদর্শ ও খোদাভীতি। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে একে নিজেদের জীবন অবলম্বন করি এবং নিজেদের অন্তরে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করি তাহলে আমরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অর্জনকারী হতে পারব।
আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন আমরা যেন এই রমযান মাসে খোদা ভীতির প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি। আল্লাহ্ করুন, এই রমযান যেন আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনকারী সাব্যস্ত হয়।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)